ব্যতিরেক

উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে যদি উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট করে বর্ণনা করা হয়, তবে ব্যতিরেক অলংকার হবে।

বিষয়টিকে বিশদ করা যাক। যদি আমরা একটি ফুলের সঙ্গে কোনো মুখের তুলনা করে বলি 'ফুলের চেয়ে সুন্দর মুখ'। এখানে ফুলতো সুন্দর বটেই, তবুও যে মুখের কথা বলা হল তা ফুলের চেয়েও সুন্দর। মুখ এখানে উপমেয়, ফুল উপমান। উপমান ফুল অপেক্ষা মুখের উৎকর্ষ প্রকাশ করে এখানে ব্যতিরেক অলংকার সৃষ্টি করা হয়েছে।

ব্যতিরেক অলংকারে উপমেয় উপমান অপেক্ষা কখনো গুণে উৎকৃষ্ট হতে পারে, আবার কখনো নিকৃষ্টও হতে পারে। অনেকে উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের জন্য ব্যতিরেককে দুভাগে ভাগ করেছেন। (১) উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক (২) অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

(১) উপমেয়কে উপমান অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে দেখালে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক হয়। যেমন :

সিংহ জিনি মাঝা খিনী
তনু অতি কোমলিনী। —বিদ্যাপতি

এখানে উপমান সিংহের কটির সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করে রাধার কটির বর্ণনায় কবি বলেছেন, সিংহের কটির চেয়েও রাধার কটি ক্ষীণ। ক্ষীণ কটি সৌন্দর্যের লক্ষণ। তাই এখানে 'জিনি' শব্দের দ্বারা সিংহ অপেক্ষা রাধার কটির উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেক হয়েছে।

(২) উপমেয়কে উপমান অপেক্ষা নিকৃষ্ট করে ব্যক্ত করলে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অলংকার হয়। যেমন :

জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুর তুমি।

এখানে উপমেয় তুমির নিষ্ঠুরতার কথা বলতে গিয়ে তা নিষ্ঠুর জল্লাদের চেয়েও নিষ্ঠুরতর বলে প্রকাশ করায় ; উপমান জল্লাদের চেয়ে নিষ্ঠুরতার দিক থেকে উপমেয় 'তুমি' নিকৃষ্ট হওয়ায় অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক হয়েছে।

তবে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক অপেক্ষা বাংলা সাহিত্যে উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেকই বেশী।

উৎকর্ষাত্মক ব্যতিরেকের উদাহরণ :

(ক) দেখ আসি সখে
রোহিনী গঞ্জিনী বধূ ; পুত্র যার রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে ; —মধুসূদন

Scanned with CamScanner

প্রথম উপমেয় বধূর কাছে উপমান রোহিনীও ম্লান। দ্বিতীয় উপমেয় পদ্মের কাছে শশাঙ্ককেও কলঙ্কী মনে হয়।

(খ) স্ফুট চম্পক দল নিন্দিত উজ্জ্বল তনুশোভা।
পদ পঙ্কজে নূপুর বাজে শেখর মনোলোভা।

উপমেয় তনুশোভার সৌন্দর্যের কাছে উপমান চম্পকদলও নিন্দিত হয়।

(গ) কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় কণ্ঠস্বর এত জোরালো গম্ভীর যে তার কাছে বজ্রও লজ্জিত।

(ঘ) নবীন নবনী নিন্দিত করে
দোহন করিছে দুগ্ধ। —রবীন্দ্রনাথ

(ঙ) নবনী নিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে ধরা। —রবীন্দ্রনাথ

(ঘ) এবং (ঙ) দুটি উদাহরণে একই ব্যতিরেক। উপমেয় কর ও বাহুপাশ উপমান নবীন নবনীর চেয়েও কোমল। নবনী এখানে কোমলতায় হাতের কাছে নিন্দিত।

(চ) বরণ দেখিনু শ্যাম জিনিয়াত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী। —চণ্ডীদাস

উপমেয় বরণ এবং বদন উপমান কামদেব এবং কোটি শশী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জিনিয়াত এবং জিতল অর্থ জয় করল।

(ছ) বিম্বফল জিনি কে বা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড
কম্বু জিনিয়া কে বা কণ্ঠ বানাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর। —চণ্ডীদাস

এখানে একটি মালা ব্যতিরেক হয়েছে। উপমেয় ওষ্ঠ, ভুজ, কণ্ঠ এবং সুস্বর উপমান বিম্বফল, করিশুণ্ড, কম্বু এবং কোকিলকেও হার মানায়।

(জ) কি ছার উহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে। —মধুসূদন

উপমেয় রাবণের সভাগৃহ উপমান ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের মণিময় সভা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

(ঝ) ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ; কিরে
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ? —মধুসূদন

উপমেয় কেশে রত্নরাশি উপমান মেঘমালে বিজলীর ছটার চেয়েও উৎকৃষ্ট।

Scanned with CamScanner

অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেকের উদাহরণ :

(ক) কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারী কণ্ঠের কাকলি। —রবীন্দ্রনাথ

উপমেয় নারীকণ্ঠের কাকলির কাছে উপমান কলকল্লোল লজ্জিত। নারীকণ্ঠ সাধারণতঃ মধুর হয়, কিন্তু এখানে হট্টগোল অপেক্ষাও নারীকণ্ঠ উচ্চস্বরে প্রকাশিত বলে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

(খ) দিনে দিনে শশধর হয় বটে অন্দ্রের
পুনে তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর অন্দ্র ক্রমশঃ হইল অন্দ্র
আর ত নূতন নাহি হয়। —হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

উপমেয় অন্দ্র উপমান শশধর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ চন্দ্র ক্ষীণ হয়ে হয়ে আবার একদিন পূর্ণ রূপ পায়, কিন্তু উপমেয় অন্দ্র ক্ষীণ হয়ে নতুন করে পূর্ণরূপে লাভ করতে অসমর্থ বলে অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক হয়েছে।

স্মরণীয় এখানে অন্য একটি অলঙ্কারও হয়েছে। অন্দ্র কথাটি দুবার ব্যবহৃত হয়ে দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করায় যমক অলঙ্কার। অন্দ্র এক অর্থে চন্দ্র, অন্য অর্থে রোগা।

(গ) যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না যৌবন। —[illegible]

উপমেয় যৌবন উপমান বসন্তের মত সুখময় এবং উভয়ের পরিণাম দিনে দিনে ঘটে। তবে বসন্ত আবার ফিরে আসে, কিন্তু যৌবনের ফিরে আসার ক্ষমতা নেই। তাই অপকর্ষাত্মক ব্যতিরেক।

(ঘ) প্রেম বন্যার মত আসে। তবে বন্যার দুঃখ দীর্ঘস্থায়ী
হয় না, কিন্তু প্রেমের আগুন জীবনকে চিরকাল দগ্ধ করে। —[illegible]

এখানে উপমেয় প্রেম উপমান বন্যার মত হলেও বন্যার দুঃখ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু প্রেমের দুঃখ চিরকাল দগ্ধ করে। অর্থাৎ দুঃখে বন্যা অপেক্ষা প্রেম বেশী কষ্টকর।